দৈনিক ইত্তেফাক
NOV. 26 2001
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

তারুণ্য

মেধাবীরা অভিভাবকদের বোঝা হয়ে থাকতে নারাজ

রেজানুর রহমান ॥ পার্ট টাইম চাকরির ব্যাপারে এ সময়ের তরুণ-তরুণীরা দারুণ আগ্রহী। বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত তরুণ-তরুণীদের অনেকেই অভিভাবকদের বোঝা হয়ে থাকতে নারাজ। আর তাই পড়াশুনার পাশাপাশি আয়-রোজগারের পথ নিজেরাই খুঁজে নিচ্ছে বুদ্ধিমান, আধুনিক মনস্ক তরুণ-তরুণীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজ, সিটি কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত কয়েকশ' তরুণ-তরুণী লেখা-পড়ার পাশাপাশি পার্ট টাইম চাকরি করছে। কম্পিউটার সংক্রান্ত কাজে সবচেয়ে বেশী তরুণ-তরুণী সুযোগ পেয়েছে। এছাড়া কেউ করছে আধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসে গাইডের চাকরি। কেউ করছে প্রাইভেট টিউশনী। আধুনিক স্মার্ট, সুদর্শন তরুণরা বাসের গাইড পেশায় সুযোগ পাচ্ছে বেশী। প্রাইভেট টিউশনীর ক্ষেত্রে অংক, ইংরেজী, বিজ্ঞান বিষয়ে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরাই দাপট দেখাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এমন এক ছাত্রের খোঁজ পাওয়া গেছে, যে শুধু প্রাইভেট পড়িয়েই মাসে ১০/১২ হাজার টাকা আয় করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

তারুণ্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিভাগের ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর সাথে কথা বলে দেখা গেছে, শতকরা ৮০ জনই পড়াশুনার পাশাপাশি সম্মানজনক যে কোন পেশায় পার্ট টাইম কাজ করতে আগ্রহী। এ ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন ব্যাংক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন। তরুণ-তরুণীরা প্রসঙ্গক্রমে সোনালী ব্যাংক প্রবর্তিত 'বিকল্প' কর্মসূচীর উল্লেখ করে বললেন, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এ কর্মসূচী আবার চালু করা প্রয়োজন।

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, পার্ট টাইম চাকরির ক্ষেত্রে মেধাবীরাই সুযোগ পাচ্ছেন বেশী। বিশেষ করে 'প্রাইভেট শিক্ষক' হিসেবে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের কদর দিনে দিনে বেড়েই চলছে। আর তাই অনেক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনার পাশাপাশি খুলে বসেছেন কোচিং সেন্টার। ভাড়াবাড়ির ছোট কক্ষে 'ব্যাচ' করে প্রাইভেট পড়াচ্ছেন। ছাত্রাবস্থায় কেউ কেউ মেধার গুণেই 'প্রিয় স্যার' হিসেবেও খ্যাতিমান হয়ে উঠছেন।